যায়যায়দিন

তারিখ 07 AUG 2008
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

পশ্চিমবঙ্গে ৭ হাজার স্কুলে একজন করে শিক্ষক

শ্রেণীহীন শিক্ষার কথা বললেন অমর্ত্য সেন

যাযাদি ডেস্ক

দারিদ্র্য, অপুষ্টি সেই সঙ্গে এক শিক্ষকবিশিষ্ট স্কুল, পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এগুলোকেই মূল সমস্যা বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। মঙ্গলবার সেখানকার একটি শিক্ষক সমিতির সম্মেলনে তিনি বলেন, 'কোনো কোনো পড়ুয়ার বাড়ির অবস্থা এতোটাই খারাপ যে, তাদের খালি পেটে স্কুলে আসতে হয়।' এদের মধ্যে অনেকেই আবার প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়া।

অমর্ত্য সেন বলেন, 'দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটলেও অপুষ্টির হার অত্যন্ত বেশি। এমনকি আফ্রিকার কোনো কোনো দেশ থেকেও বেশি।' পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সাত হাজার প্রাথমিক স্কুলে একজন করে শিক্ষক। একজন শিক্ষককে দিয়ে যে কী পড়া হবে, সে কথা ভেবেই উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা স্কুলে সন্তানদের পাঠাতে চান না। এমনটাই ধারণা নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের।

নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন

নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা সমিতির ওই অনুষ্ঠানে তিনি জানান, প্রতীচী ট্রাস্টের সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে আর্থিক কারণে স্কুলে না আসা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অনেক কম। গত কয়েক বছর ধরে রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে নিয়মিত মিডডে মিল হিসেবে রান্না করা খাবার সরবরাহ করায় আগে থেকে স্কুলে আসা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে। ভারতের মতো দেশে অপুষ্টি, দারিদ্র্য এবং পরিবারের প্রথম সদস্য হিসেবে স্কুলে আসা পড়ুয়ার

অমর্ত্য সেন বলেন, প্রতীচীর সমীক্ষায় আরো দেখা গিয়েছে, প্রাথমিক স্তরে শিক্ষকদের দায়বদ্ধতার গণ্ডি তুলনামূলক কম। কিন্তু অধিকাংশ পড়ুয়া দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে আসে। ফলে শিক্ষকদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের শ্রেণীগত তফাতও হয়। আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে শ্রেণীবিহীন শিক্ষার প্রসারে। তা না হলে পড়ুয়াদের অবহেলা করা হবে। তিনি বলেন, প্রাথমিক স্তরে প্রাইভেট শিক্ষকের কোনো প্রয়োজন নেই। সমস্যা হলো, একদল অভিভাবকের আর্থিক ক্ষমতা নেই। অথচ তারা চান সন্তানদের প্রাইভেট টিউশনে দিতে। আবার উল্টোদিকে, অর্থবান কিছু অভিভাবক ভাবেন, স্কুলের পাশাপাশি প্রাইভেট শিক্ষক রেখে ছেলেমেয়েদের পড়াতে, যাতে আরো ভালো ফল হয়। কিন্তু এর ফলে এক ধরনের নির্ভরশীলতা তৈরি হয়ে যায়। এটা খুবই ভয়ের। বিশ্বের অন্য কোথাও প্রাথমিক স্তরে প্রাইভেট শিক্ষকতা হয় না।

শিক্ষকদের সংগঠন করার ব্যাপারে তিনি জানান, সামাজিক প্রগতিতে শিক্ষকদের বিশেষ ভূমিকা নিতে হবে। যারা পিছিয়ে রয়েছেন, তাদের জীবনের উন্নতির জন্য আমাদের নজর দিতে হবে। এজন্য অন্যান্য শিক্ষক সংগঠনের দিকেও আলোচনার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। শিক্ষকদের ইউনিয়ন করার ব্যাপারে তিনি বলেন, দক্ষিণপন্থীরা তাদের বেশি ক্ষমতা দিতে চায় না। এই একই মতের শরিক শিল্পপতিরাও।